অর্থনীতি সম্প্রতি

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

সম্পাদনা

অনিন্দ্য ভুক্ত

কাজ বাড়ছে, কিন্তু কী ধরনের কাজ? সাম্প্রতিক শ্রমবাজারের পরিসংখ্যান ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির প্রকৃতি

মৈত্রীশ ঘটক

১

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারতের শ্রমবাজার নিয়ে যে সরকারি পরিসংখ্যানগুলি প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি দেখলে আপাতদৃষ্টিতে খানিক স্বস্তিবোধ হতে পারে। শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার বেড়েছে, কর্মরত মানুষের অনুপাত বেড়েছে, এবং নব্বইয়ের দশকের শেষ থেকে প্রায় দুই দশক ধরে নিম্নমুখী প্রবণতার পরে নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণেও গত প্রায় এক দশক ধরে ঊর্ধ্বমুখী দিশা দেখা যাচ্ছে। কোভিডের ধাক্কার পর এই পরিবর্তনগুলি অনেকের কাছেই দেশের অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষণ বলে মনে হয়েছে।

এই তথ্যগুলিকে ঘিরে একটি সহজ গল্পও তৈরি হয়েছে—বেকারত্ব কমছে, মানুষ কাজ পাচ্ছে, শ্রমবাজার আবার সচল হচ্ছে। কিন্তু শ্রমবাজার নিয়ে যারা গবেষণা করেন, তাঁদের কাছে এই গল্পটা এতটা সরল নয়। অর্থনীতির সাধারণ যুক্তি বলে কাজের সংখ্যা বাড়া আর কাজের মানের উন্নতি এক বিষয় নয়। মানুষ ঠিক কী ধরনের কাজে যুক্ত হচ্ছে, সেই কাজ থেকে তারা কতটা আয় পাচ্ছে, সেই আয় কতটা স্থায়ী, এবং ভবিষ্যতে সেই আয় বাড়ার কোনও বাস্তব সম্ভাবনা আছে কি না—এই প্রশ্নগুলির উত্তর না জানলে শ্রমবাজারের প্রকৃত অবস্থা বোঝা যায় না।

সম্প্রতি ইকোনমিক য়্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি-তে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে আমি এবং আমার সহ-গবেষক মৃণালিনী ঝা এবং জীতেন্দ্র সিং এই দিকটিকে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করেছি। এই লেখাটি সেই প্রবন্ধের ওপর ভিত্তি করে লেখা। সরকারি শ্রমসমীক্ষার তথ্য ব্যবহার করে আমরা দেখার চেষ্টা করেছি—কর্মসংস্থান বৃদ্ধির যে ছবি দেখা যাচ্ছে, তার ভেতরের গল্পটা আসলে কী? এই কাজগুলো কি মানুষের সত্যিসত্যি আয়ের সুযোগ বাড়াচ্ছে, নাকি মানুষ কেবল কোনওভাবে টিকে থাকার জন্য আরও বেশি

কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে? বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা দেখছি যে পরিসংখ্যান থেকে আপাতদৃষ্টিতে যে ছবিটা বেরোচ্ছে, বাস্তব ছবিটা ততটা সরল নয়।

২

২০১৭–১৮ সাল থেকে পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভের (পিএলএফএস) যে পরিসংখ্যান পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে কর্মরত জনসংখ্যার অনুপাত সত্যিই বেড়েছে। কিন্তু এও দেখা যাচ্ছে যে এই কর্মসংস্থান বৃদ্ধির বড়ো একটা অংশ এসেছে স্বনিযুক্ত কাজ থেকে। আর সেই স্বনিযুক্ত কাজের মধ্যেও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে একটি শ্রেণীর গুরুত্ব– 'অবৈতনিক পারিবারিক সহায়ক'-এর সংখ্যা। অবৈতনিক পারিবারিক সহায়ক বলতে বোঝায় সেই মানুষদের, যারা পরিবারের নিজস্ব কাজ—কৃষিকাজ, ছোটো দোকান, ক্ষুদ্র ব্যবসা বা ঘরোয়া উৎপাদনে—নিয়মিত শ্রম দেন, কিন্তু তার জন্য আলাদা করে কোনও মজুরি পান না। অর্থাৎ, কারো যদি চায়ের দোকান থাকে এবং তার পরিবারের স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে বা ভাইপো-ভাগ্নে কেউ যদি কোনও পারিশ্রমিক ছাড়া সেটা চালাতে সাহায্য করে, তাদেরকে এই শ্রেণীতে ধরা হবে। ভারতের ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর একটি বড়ো অংশ নারী। অনেক সময় তাঁরা পরিবারের পুরুষ সদস্যদের সঙ্গে একই কাজ করেন, একই সময় ব্যয় করেন, কিন্তু তাঁদের শ্রমের কোনও স্বতন্ত্র আর্থিক স্বীকৃতি থাকে না।

এ কথা ঠিক যে ভারতের শ্রমবাজারে স্বনিযুক্ত ও পারিবারিক কাজ নতুন কিছু নয়। বহু দশক ধরেই অর্থনীতিবিদরা বলে আসছেন যে শিল্প ও আধুনিক পরিষেবা খাতে পর্যাপ্ত কাজ তৈরি না হওয়ায় বিপুল সংখ্যক মানুষ স্বল্প উৎপাদনশীল কাজে আটকে থাকেন। স্বল্প উৎপাদনশীল শ্রমের অর্থ হলো এই ধরণের কাজ থেকে যে আয় সৃষ্টি হচ্ছে তা শ্রমের বাজারে বিরাজমান মজুরির হারের তুলনায় কম। শ্রমের বাজারে যথেষ্ট চাহিদা থাকলে তাদের এইভাবে জীবিকানির্বাহ করতে হতো না।

কৃষিক্ষেত্রে 'প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব'-র ধারণা তারই একটি পরিচিত উদাহরণ। কিন্তু সাম্প্রতিক তথ্য দেখাচ্ছে, এই প্রবণতা এখন শুধু কৃষিতে সীমাবদ্ধ নেই। শহর ও অর্ধ-শহুরে এলাকাতেও ছোটো ব্যবসা ও স্বনিযুক্ত কাজের মধ্যে একই ধরনের স্বল্পউৎপাদনশীল শ্রমের নিয়োগ দ্রুত বাড়ছে। অর্থাৎ, কাজ বাড়ছে ঠিকই, কিন্তু সেই কাজের গুণগত মান খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়।

আমাদের গবেষণার একটি মূল উদ্দেশ্য ছিল অবৈতনিক পারিবারিক সহায়কদের কাজ আসলে কতটা আয় সৃষ্টি করছে, তা পরিমাপ করার চেষ্টা। সরকারি পরিসংখ্যানে এই শ্রেণীর শ্রমিকদের কোনও স্বতন্ত্র আয়ের হিসাব থাকে না। ফলে প্রায়ই ধরে নেওয়া হয় যে তাঁরা পরিবারের আয়ে 'সহায়তা' করছেন, কিন্তু সেই সহায়তার আর্থিক প্রতিদান কতটা—তা অস্পষ্ট থেকেই যায়। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমরা পরোক্ষ একটি পদ্ধতি ব্যবহার করেছি।

সহজ করে বললে, আমরা তুলনা করেছি দুই ধরনের পরিবারকে—এক ধরনের

পরিবারে একজন স্বনিযুক্ত ব্যক্তি আছেন এবং তিনি একাই কাজ করেন; অন্য ধরনের পরিবারে সেই স্বনিযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে একজন অবৈতনিক সহায়কও কাজ করেন। এই দুই পরিস্থিতিতে স্বনিযুক্ত ব্যক্তির আয়ের পার্থক্য থেকেই বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে, অবৈতনিক সহায়কের কাজ কতটা অতিরিক্ত আয় তৈরি করছে। ফলাফলটি বেশ চোখে পড়ার মতো। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে অবৈতনিক পারিবারিক সহায়কদের দৈনিক গড় আর্থিক অবদান একজন দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিকের উপার্জনের তুলনায় অনেকটাই কম। এর মানে এই নয় যে এই শ্রম কোনও মূল্যই সৃষ্টি করছে না। বরং এর মানে হলো—এই ধরনের কাজের উৎপাদনশীলতা কম। মানুষ পরিশ্রম করছে, কিন্তু সেই পরিশ্রম থেকে খুব সামান্যই উপার্জন হচ্ছে।

এখানে স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রশ্ন ওঠে। হয়তো যেসব পরিবার স্বনিযুক্ত উদ্যোগের ওপর নির্ভরশীল এবং তাদের অবৈতনিক সহায়ক রয়েছে তারা শুরু থেকেই তুলনামূলকভাবে দরিদ্র বা স্বল্প উৎপাদনশীল। তাই যার সঙ্গেই তুলনা করা হোক তাদের আয় কম হওয়াটাই স্বাভাবিক। আমরা এই সম্ভাবনাটিও খতিয়ে দেখেছি। একই ধরনের বয়স, শিক্ষা, অঞ্চল এবং পেশার মানুষের মধ্যে তুলনা করেও মূলত একই ফলাফল পাওয়া গেছে। অর্থাৎ, সমস্যাটি কেবল পারিবারিক অবস্থার নয়; কাজটির নিজস্ব উৎপাদনশীলতাই সীমিত।

এই পর্যবেক্ষণ ভারতের শ্রমবাজার নিয়ে পূর্ববর্তী গবেষণার ফলাফলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দীর্ঘদিন ধরেই উন্নয়ন অর্থনীতির গবেষণায় ধরা পড়ছে যে ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এমনভাবে ঘটছে, যেখানে শ্রমিকদের একটা বড়ো অংশ নিম্ন থেকে উচ্চ উৎপাদনশীল ক্ষেত্রগুলোয় স্থানান্তরিত হচ্ছে না। আর্থিক উন্নয়নের সাথে সাথে কৃষির ওপর নির্ভরশীল শ্রমজীবীর অনুপাত কমা উচিত এবং শিল্প ও পরিষেবা এই ক্ষেত্রগুলোয় বাড়া উচিত। অথচ, গত প্রায় দু-দশকে কৃষিতে নিযুক্ত শ্রমজীবীর অনুপাত আদতে খুব একটা পাল্টায়নি। শিল্পখাতে কর্মসৃষ্টির হার গত এক দশকে ধীরগতিতে এগিয়েছে, আর আধুনিক পরিষেবা খাতে যে কাজগুলি তৈরি হচ্ছে, তার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অধিকাংশ শ্রমিকের কাছে নেই। ফলে বহু মানুষ বাধ্য হয়ে কম উৎপাদনশীল স্বনিযুক্ত বা পারিবারিক কাজে যুক্ত হচ্ছেন। সাম্প্রতিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধিও এই কাঠামোগত সীমাবদ্ধতার মধ্যেই ঘটছে—এটাই আমাদের বিশ্লেষণের মূল কথা।

৩

এই প্রবণতা নারীদের ক্ষেত্রে আরও স্পষ্ট। সারা বিশ্বেই নারীদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ বলে ধরা হয়। ভারতের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান সেই দিক থেকে ইতিবাচক। কিন্তু আগের গবেষণা থেকে যা জানা যাচ্ছে এবং আমাদের বিশ্লেষণ থেকে আমরা যা দেখতে পাচ্ছি তা হলো এই অংশগ্রহণের বড়ো অংশই হচ্ছে অবৈতনিক বা খুব কম আয়যুক্ত কাজে। ফলে কাজের সংখ্যা বাড়লেও

নারীদের আর্থিক স্বাধীনতা বা সামাজিক সুরক্ষা সেই অনুপাতে বাড়ছে না। এই ফলাফল ভারতের শ্রমবাজারে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য নিয়ে গবেষণা থেকে যা জানা যায় তার সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

স্বনিযুক্ত কাজের ক্ষেত্রেও একই ধরনের দ্বৈত চিত্র দেখা যায়। নীতিগত আলোচনায় স্বনিযুক্ত কাজকে অনেক সময় স্বনির্ভর উদ্যোগের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু বাস্তবে স্বনিযুক্ত কাজের বড়ো অংশই কম মূলধনভিত্তিক উদ্যোগে হয় এবং তার উৎপাদনশীলতা কম। শুধু তাই নয়, তার থেকে যে উপার্জন হয়, তা অনিশ্চিত। সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, স্বনিযুক্ত শ্রমিকদের বাস্তব আয় (অর্থাৎ, নামমাত্র আয় থেকে মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব সরিয়ে যা পাওয়া যায়) কমেছে, যদিও একই সঙ্গে কর্মসংস্থান বেড়েছে। এর পেছনে একটাই কারণ থাকতে পারে- আর্থিক চাপের দায়। মানুষ কাজ করছে, কিন্তু তার শ্রমের পূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে না কারণ শ্রমের যে বাজারদর তার তুলনায় এই ধরণের কাজে উপার্জন কম। সব মিলিয়ে পরিবারের আরো বেশি সদস্য শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ করলেও মাথাপিছু আয় একই থাকছে বা কমে যাচ্ছে। এই কারণেই আমরা বলছি, সাম্প্রতিক শ্রমবাজারের পরিসংখ্যানগুলিকে খুব সতর্কভাবে দেখা দরকার। কর্মরত মানুষের সংখ্যা বাড়া নিজে থেকে উন্নতির প্রমাণ নয়। দেখতে হবে সেই কাজ মানুষের জীবনে কী ধরনের পরিবর্তন আনছে। শিল্প ও আধুনিক পরিষেবা খাতে যদি পর্যাপ্ত উচ্চ উৎপাদনশীল, স্থায়ী কাজ তৈরি না হয়, তাহলে অবৈতনিক পারিবারিক কাজ ও কম আয়যুক্ত স্বনিযুক্ত কাজের উপর নির্ভরতা কমবে না।

৪

এই প্রবন্ধে আমরা সাম্প্রতিক একটি গবেষণাপত্রে ভারতের শ্রমবাজারে সাম্প্রতিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির প্রকৃতি নিয়ে যে বিশ্লেষণ করেছি, তার ফলাফল ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেছি। সরকারি শ্রমসমীক্ষার তথ্যের ভিত্তিতে শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার ও কর্মরত জনসংখ্যার অনুপাতের যে উন্নতি সাম্প্রতিক কালে লক্ষ করা যাচ্ছে, তা অনেক সময়েই শ্রমবাজারের পুনরুদ্ধার বা কাঠামোগত উন্নতির প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হচ্ছে। আমরা যুক্তি দিয়েছি যে এই ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ, কারণ এটি কর্মসংস্থানের গুণগত দিক এবং তার থেকে অর্জিত আয়ের চরিত্রকে উপেক্ষা করে।

আমাদের বিশ্লেষণের মূল অবদান হলো সাম্প্রতিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির প্রকৃতি ভালো করে বুঝতে চেষ্টা করা। আমরা দেখিয়েছি যে এই বৃদ্ধির একটি বড়ো অংশ এসেছে স্বনিযুক্ত কাজ থেকে, এবং তা ছাড়া দেখা যাচ্ছে যে মোট শ্রমজীবীদের মধ্যে অবৈতনিক পারিবারিক সহায়কদের অনুপাত উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এই পর্যবেক্ষণটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি নির্দেশ করে যে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি সব ক্ষেত্রে উচ্চ উৎপাদনশীল বা আয়বর্ধক কাজের মাধ্যমে ঘটছে না।

প্রবন্ধটিতে আমাদের গবেষণাপত্রে আমরা যে অবৈতনিক পারিবারিক শ্রমের

অর্থনৈতিক অবদান পরিমাপ করার একটি পরোক্ষ পদ্ধতি প্রস্তাব ও প্রয়োগ করেছি, তা নিয়ে আলোচনা করেছি। সরকারি শ্রমসমীক্ষায় এই শ্রমশ্রেণীর জন্য সরাসরি আয়ের তথ্য অনুপস্থিত থাকায়, আমরা অবৈতনিক শ্রমিক আছে না নেই অথচ স্বনিয়োগ হলো উপার্জনের প্রধান উপায় এইরকম পরিবারগুলির আয়ের পার্থক্যের মাধ্যমে অবৈতনিক সহায়কদের গড় উৎপাদনশীলতা অনুমান করেছি। আমাদের বিশ্লেষণের ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে যে তাঁদের গড় দৈনিক আর্থিক অবদান অত্যন্ত কম, যা এই ধরনের কর্মসংস্থানকে প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব বলেই চিহ্নিত করে।

আমাদের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো সাম্প্রতিক তথ্যকে একটু গভীরভাবে যাচিয়ে দেখা— যাতে শ্রমবাজারের প্রকৃত চ্যালেঞ্জগুলো স্পষ্ট হয়। কাজের সংখ্যা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের মতে সাম্প্রতিক শ্রমবাজার সূচকের উন্নতিকে অর্থনৈতিক সাফল্যের প্রমাণ হিসেবে দেখা বিভ্রান্তিকর– কর্মসংস্থানের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি কাজের কাজের গুণগত মানের বিশ্লেষণ করা জরুরি, যার জন্যে উৎপাদনশীলতা ও আয়ের দিকে নজর দিতে হবে। তা না হলে পরিসংখ্যানের সূচক যাই দেখাক না কেন, শ্রমজীবী মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরশ আসছে কিনা তা নিয়ে সংশয় থেকে যাবে।

সূত্র

মৈত্রীশ ঘটক, মৃণালিনী ঝা, এবং জিতেন্দ্র সিং (২০২৬); "রাইজ অব আনপেইড ফ্যামিলি ওয়ার্কার্স: এভিডেন্স অন ডিসট্রেস-ড্রিভেন এমপ্লয়মেন্ট গ্রোথ ইন ইন্ডিয়া"; ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি অব ইন্ডিয়া, রিভিউ অব লেবার অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট, জানুয়ারি ৩, ২০২৬, ভলিউম এলএক্সআই নম্বর ১।

লেখক : অধ্যাপক, লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স